

যেমন কর্ম তেমন ফল

প্রফেসর মোঃ আনিছুর রহমান

সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারী আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

এবং

সাবেক প্রভাষক, সরকারী মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আল-রামাযান রিসার্চ ফাউন্ডেশন

গ্রাম : বড় জেঠাইল পোস্ট : বালিয়া

থানা : ধামরাই, জেলা : ঢাকা

মোবাইল : ০৮৮০১৭১৫৩২৬৪২৩

বর্ণ বিন্যাস :

এ আর এন্টারপ্রাইজ

৩৬, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০।

☎ : ০২-৯৫১২৮০৯, ০১৭১১ ৯০৬২৭৮, ০১৯১৫২২৬০০০

Email: arenterprise@yahoo.com

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

যেমন কর্ম তেমন ফল

কথায় বলে, “যেমন কর্ম-তেমন ফল” কথাটি জনশ্রুতি হলেও এর বাস্তবতা পরীক্ষিত। খালি চোখেই এর বহু নজির সমাজে, রাষ্ট্রে এবং পরিবারে দৃশ্যমান। যুগে যুগে মনীষীরা মানুষের কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্মকে উৎসাহিত করেছেন। এমনিভাবে মানুষের সৃষ্টা আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন কর্ম তথা আমলের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব রচিত গ্রন্থ শুধুমাত্র কর্মের কথা বললেও আল্লাহ প্রদত্ত (ওয়াহী) গ্রন্থসমূহ কর্মের একটি এবং অভিন্ন শর্ত আরোপ করেছে সেটি হ’ল “ঈমান”। ঈমান তথা কালিমা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নেই। কে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঈমান (অন্য কথায় তাওহীদ) ছাড়া কোন কর্ম গৃহীত হবে না- অর্থাৎ ঈমান ছাড়া কর্ম নিষ্ফল ও বাতিল।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾

কেউ ঈমান অস্বীকার করলে, তার আমল নিষ্ফল হবে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫)

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ” وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ﴾

কেউ সম্মান-সুখ্যাতি চাইলে (আল্লাহকে উপেক্ষা করে তা লাভ করা যাবে না), সে জেনে নিক যাবতীয় সম্মান-সুখ্যাতির অধিকারী হলেন আল্লাহ। তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কথাগুলো আর সংকাজ সেগুলোকে উচ্ছে তুলে ধরে। যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের চক্রান্ত নিষ্ফল হবে। (সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ১০)

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ গ্রন্থ “আল-কুরআন”-এ ঈমানসহ আমলের কথা ৬৬ বার এসেছে। আমলের কথা এসেছে ৩৫৭ বার। আমল সংক্রান্ত আয়াতসমূহ হতে সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে শিরেনামসহ মূল আরবী, বাংলা অর্থ ও সূত্রসহ নিম্নে পেশ করা হ’ল :

আমলের ফল ভোগ করবে আমলকারী

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

(এটা করা হবে এজন্য) যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (সূরাহ ইবরাহীম, ১৪ : ৫১)

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি যে কর্ম করেছে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে। আজ নেই কোন যুল্ম। আল্লাহ তারিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (সূরাহ আল-মুমিন, ৪০ : ১৭)

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

যে সৎকাজ করবে নিজের কল্যাণেই করবে, যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব বান্দাদের প্রতি যালিম নন। (সূরাহ হা-মীম আসসাজ্জদাহ, ৪১ : ৪৬)

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

যে লোক ভাল কাজ করবে, সে তার নিজের কল্যাণেই তা করবে আর যে মন্দ কাজ করবে তার কুফল সে-ই ভোগ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরাহ আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ১৫)

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

সেদিন প্রত্যেক লোক নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে, তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না।

(সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১১১)

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُمْحَدُونَ﴾

যে কুফুরী করে সেই তার কুফুরীর শাস্তি ভোগ করবে, আর যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই সুখ সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে। (সূরাহ আর-রুম, ৩০ : ৪৪)

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। লোকেরা যা করে তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। (সূরাহ আশ-যুমার, ৩৯ : ৭০)

আমলের ক্ষেত্রে নর-নারী একই পর্যায়ভুক্ত

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

যে খারাপ কাজ করবে তাকে কাজের অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। পুরুষ হোক আর নারী হোক, যে ব্যক্তিই সৎ কাজ করবে (উপরভুক্ত) সে মু'মিনও, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মধ্যে তারা বে-হিসাব রিয়ক প্রাপ্ত হবে। (সূরাহ আল-মু'মিন, ৪০ : ৪০)

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيطِينَ وَالْقَنِيطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالصُّبْرِينَ وَالصُّبْرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالْحَفِظِينَ لَوُجُوهُهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফায়তকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ

হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৫)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ أَرْوَاحَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبْوَیَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০-৩১)

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

পুরুষ আর নারীদের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আর সে মু'মিনও, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৯৭)

সং আমলের ফলশ্রুতিতে জান্নাত লাভ করবে

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
আর যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে- আমি কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেইনা- তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা হবে স্থায়ী। (সূরাহ আল-আরাক, ৭ : ৪২)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ৮২)

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে রিযক হিসাবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ২৫)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾
যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল- ‘ধিক তোমাদের প্রতি, আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর সত্যপথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না। (সূরাহ আল-ক্বাসাস, ২৮ : ৮০)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَذُخِّلَ لَهُمْ ظِلٌّ ظَلِيلٌ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব যার নিম্নে ঋণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরবাসী হবে, তাতে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্বামী বা স্ত্রী এবং আমি তাদেরকে চির স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় দাখিল করব। (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৫৭)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَغَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَضَدُّ مِنْ اللَّهِ قِيلًا﴾

আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে অবিলম্বে আমি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব; যার পাদদেশে ঋণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরকাল চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, আল্লাহর ওয়া‘দা সত্য, কথায় আল্লাহ্ অপেক্ষা কে বেশি সত্যবাদী? (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১২২)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশ দিয়ে ঋণাধারা প্রবাহিত, আল্লাহ্ যা করতে চান, তাই করেন। (সূরাহ আল-হায্ব, ২২ : ১৪)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾

আর যারা ঈমান এনেছে আর সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতের বাগিচায় অবস্থান করবে। তারা যা ইচ্ছে করবে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট তা-ই আছে। ওটাই অতি বড় অনুগ্রহ। (সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ২২)

﴿وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَجِبَتْ لَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾

যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদেরকে সালাম (শান্তির বার্তা) দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। (সূরাহ ইব্রাহীম, ১৪ : ২৩)

সৎ আমলকারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾

যে কেউ সৎ আমল ক'রে মু'মিন অবস্থায় তাঁর নিকট হায়ির হবে, তাদের জন্য আছে সুউচ্চ মর্যাদা। (সূরাহ জু-হা-, ২০ : ৭৫)

﴿وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ أَيْسَرًا﴾

আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে তার জন্য আছে উত্তম পুরস্কার আর আমি তাকে সহজ কাজের নির্দেশ দেব। (সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ৮৮)

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾

আর যে ব্যক্তি তাওবাহ করে আর সৎকাজ করে, সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে—পূর্ণ প্রত্যাবর্তন। (সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৭১)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُبَدِّلُ اللَّهُ﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, সৌভাগ্য তাদেরই, উত্তম পরিণাম তাদের জন্যই। (সূরাহ আর-রাদ, ১৩ : ২৯)

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী মর্যাদা দেয়া হবে আর তারা যা করে সে ব্যাপারে তোমার রব বে-খবর নন। (সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ১৩২)

﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ فِيهَا يَدْعُونَ﴾

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে শান্তিধাম, তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক এজন্য যে তারা (সঠিক) আমল করেছিল। (সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ১২৭)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তারা সৃষ্টির উত্তম। (সূরাহ আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৭)

মন্দ আমলের ফল মন্দ

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًّا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ

أَمْدًا بَعِيدًا أَوْ يَخَذَرُ كُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

যে দিন প্রত্যেক আত্মা যা কিছু নেক আমল করেছে এবং যা কিছু বদ আমল করেছে তা বিদ্যমান পাবে; সে কামনা করবে যদি তার এবং ওর (অর্থাৎ তার মন্দ কর্মফলের) মধ্যে অনেক ব্যবধান ও দূরত্ব হ'ত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ বান্দাগণের প্রতি খুবই করুণাশীল। (সূরাহ আল-ইমরান, ৩ : ৩০)

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾

যে কেউ সংকর্ম নিয়ে হাজির হবে তার জন্য আছে আরো উত্তম প্রতিদান। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে হাজির হবে তাহলে যারা মন্দকর্ম করে তাদেরকে তাদের কাজ অনুপাতেই শাস্তি দেয়া হবে। (সূরাহ আল-ক্বাসাস, ২৮ : ৮৪)

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾

তোমরা ভাল কাজ করলে নিজেদের কল্যাণের জন্যই তা করবে, আর যদি তোমরা মন্দ কাজ কর, তাও করবে নিজেদেরই জন্য। (সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭)

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ ۚ كَانَّمَآ

أَعْيَشَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে কাজের অনুপাতে এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না- যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে গাঢ় অন্ধকার রাত্রির টুকরো দিয়ে; তারা জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে।

(সূরাহ ইউনুস, ১০ : ২৭)

সং কর্ম ও মন্দ কর্ম সমান নয়

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْلِبَاهُمْ

وَمَعَاتِلُهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

যারা অন্যায় কাজ করে তারা কি এ কথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে আর ঈমান গ্রহণকারী সংকর্মশীলদেরকে সমান গণ্য করব যার ফলে তাদের উভয় দলের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা! (সূরাহ আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ২১)

﴿وَلَا تُسَوِّى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ رِذْقٌ بِالْأَيْمَنِ ۖ هِيَ أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

ভাল আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরাহ হা-মীম, ৪১ : ৩৪)

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

অন্ধ আর চক্ষুসমান সমান নয়, (সমান নয়) যারা ঈমান আনে ও সং কাজ করে আর যারা অন্যায়কারী। উপদেশ থেকে শিক্ষা তোমরা সামান্যই গ্রহণ কর। (সূরাহ আল-মু'মিন, ৪০ : ৫৮)

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

যে ব্যক্তি তার রব থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত যার কাছে তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করা হয়েছে আর তারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে।
(সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৪)

﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾

আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব? (সূরাহ আল-ক্বালাম, ৬৮ : ৩৫)

﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ قِرَاءَةً حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُفِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় ক'রে দেখানো হয়, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করে সে কি তার সমান, যে সৎ পথে পরিচালিত? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিপথগামী হতে দেন, আর যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কাজেই তাদের জন্য আক্ষেপ ক'রে, তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস হতে দিও না। তারা যা করে আল্লাহ্ তা খুব ভালভাবেই জানেন।
(সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ৮)

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদেরকে কি আমি ওদের মত করব যারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে? মুতাক্কীদের কি আমি অপরাধীদের মত গণ্য করব? (সূরাহ স-দ, ৩৮ : ২৮)

মন্দ কর্মের শাস্তি

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ كَأَنَّمَا

أَغْشَيْتُمْ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে কাজের অনুপাতে এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, আল্লাহ্র (শাস্তি) হতে কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না- যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে গাঢ় অন্ধকার রাত্রির টুকরো দিয়ে; তারা জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে।

(সূরাহ ইউনুস, ১০ : ২৭)

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ يُبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا

كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا

كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

যারা তাদের দীনকে খেলা তামাশা বানিয়ে নিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন কর। আর তা (অর্থাৎ কুরআন) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও যাতে কেউ স্বীয় কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস না হয়, আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন

অভিভাবক নেই বা সুপারিশকারী নেই, (মুক্তির) বিনিময়ে সব কিছু দিতে চাইলেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, ওরাই তারা যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, তাদের জন্য আছে ফুটন্ত গরম পানীয় আর মহা শাস্তি, যেহেতু তারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল।

(সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ৭০)

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الرِّثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الرِّثْمَ سَوْجُرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর, যারা পাপ অর্জন করে তারা তাদের অর্জনের যথোচিত প্রতিফল পাবে। (সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ১২০)

﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾

এরই তারা যাদের প্রতিফল এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমুদয় মানবের অভিসম্পাত। তারা ওতেই চিরকাল থাকবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না। (সূরাহ আল-ইমরান, ৩ : ৮৭-৮৮)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ

الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحَيَاتِ * وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ * وَكَذَلِكَ

نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে আর এ ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত হবে না আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না-যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তাদের জন্য হবে জাহান্নামের বিছানা, আর উপরে স্তরের পর স্তর করা অগ্নির আশ্বাদন। আর এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ : ৪০-৪১)

আমলের ওজন

﴿وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

সেদিনের ওজন হবে ঠিক ঠিক। ফলে যাদের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম হবে। যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হল যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ : ৮-৯)

সৎ আমলের পুরস্কার ও মন্দ আমলের শাস্তি

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ

رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খালীফা বানিয়েছেন, মর্যাদায় তোমাদের কতককে কতকের উপরে স্থান দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি ওগুলোর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, তোমার রব তো শাস্তি দানে দ্রুত (ব্যবস্থা গ্রহণ করেন) আর তিনি অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ১৬৫)

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَخْلِبَاهُمْ وَمَعَانِيَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

যারা অন্যায় কাজ করে তারা কি এ কথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে আর ঈমান গ্রহণকারী সৎকর্মশীলদেরকে সমান গণ্য করব যার ফলে তাদের উভয় দলের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা! (সূরাহ আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ২১)

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে তিনি তাদের আহ্বান শুনে, আর তিনি তাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন আর কাফিরদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। (সূরাহ আশ্-শূরা, ৪২ : ২৬)

কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদানের জন্যই সৃষ্টি জগতের আবির্ভাব

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

আল্লাহ্ আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এক সত্যিকার লক্ষ্যে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া যেতে পারে, আর তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না। (সূরাহ আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ২২)

স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয়ের কারণ, মানুষের কর্মফল

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আশ্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে। (সূরাহ আর-রুম, ৩০ : ৪১)

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

তোমাদের উপর যে বিপদই উপনীত হয় তা তোমাদের হাতের উপার্জনের কারণেই, তিনি অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন। (সূরাহ আশ্-শূরা, ৪২ : ৩০)

অতীতকালের মানুষের (দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের) কর্মের জন্য বর্তমানকালের মানুষের দায় নেই

﴿بَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْصَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

এ লোকেরা গত হয়ে গেছে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম এবং তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

(সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ১৩৪)

﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْطُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

তোমরা কি বলছ, ‘ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধর সকলেই ইয়াহুদী কিংবা নাসারা ছিল’? বল, ‘তোমরাই বেশী জান নাকি আল্লাহ’? ঐ ব্যক্তি হতে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে? তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে গাফিল নন। এ সব লোক যারা ছিল, তারা গত হয়ে গেছে, তাদের জন্য তাদের উপার্জন আর তোমাদের জন্য তোমাদের উপার্জন আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। (সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ১৪০-১৪১)

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়ী

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। (সূরাহ আল-মুদাসসির, ৭৪ : ৩৮)

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহল বুখারী হাঃ ৭১৩৮)

﴿كُلُّ أَغْرٍ اللَّهُ أَوْ بَرٍّ أَوْ فَاسِقٍ ۖ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য রব তালাশ করব? (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তিনিই সব কিছুর রব। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কোন ভারবহনকারীই অন্যের ভার বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদে লিপ্ত ছিলে (সে সব বিষয়ে প্রকৃত সত্য কোনটি)। (সূরাহ আল-আন-আম, ৬ : ১৬৪)

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

এবং যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করে, সে নিজের বিরুদ্ধেই তা করে, বস্তুতঃ আল্লাহ মহাবিজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১১১)

কর্মের জন্য কোন বিবাদ নেই, যার যার কর্মের ফল সে নিজে ভোগ করবে

﴿فَلِلَّهِ فَالُوكِ فَأَوْرَءُكَ وَاسْتَقِيمْ ۚ كَمَا أَمَرْتُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ امْنُكُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرُكَ لِأَعْدِلَ ۚ يَنْتَظِرُ اللَّهُ رَيْبًا وَرَيْبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ ۚ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْعَصِيدُ﴾

অবস্থার এই প্রেক্ষাপটে (হে নবী!) তাদেরকে আহ্বান কর (দ্বীনের প্রতি), আর তোমাকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তুমি তার প্রতি সুদৃঢ় থাক, আর তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আর বল, আল্লাহ্ যে কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমাদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। আমাদের কাজের প্রতিফল আমরা ভোগ করব। আর তোমাদের কাজের প্রতিফল তোমরা ভোগ করবে। আমাদের আর তোমাদের মাঝে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে (একদিন) একত্রিত করবেন, আর তাঁর কাছেই (সকলকে) ফিরে যেতে হবে। (সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ১৫)

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾

যদি তারা তোমাকে মিথ্যা জেনে অমান্য ক'রে তাহলে বল, 'আমার কাজের জন্য আমি দায়ী, আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, আমি যা করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমরা যা কর তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।' (সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৪১)

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾

তারা যখন নিরর্থক কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে ফিরে থাকে আর বলে- আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে, তোমাদের প্রতি সালাম, অজ্ঞদের সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। (সূরাহ আল-ক্বাসাস, ২৮ : ৫৫)

﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَمْنُوا بِالْأَنبِيَاءِ أَرْسَلْنَا بِهِمْ طَائِفَةً لَّهُمْ يُلَاقُوا فَاصِوؤًا حَتَّى يَخُصِمَهُمُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ﴾

আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে আর একদল ঈমান না আনে, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের আর তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন, তিনি হলেন সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।' (সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ : ৮৭)

কর্মের ফলের জন্যে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে

﴿وَمَا تَقْرَءُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ﴾

﴿لَقَدْ قُلِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَفَى شَأْنٍ مِنْهُ مُرْسَبٍ﴾

মানুষের কাছে ইল্ম আসার পর (বিভিন্ন অংশে) বিভক্ত হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণে। পূর্বেই যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফায়সালা মূলতবী রাখার কথা ঘোষিত না হত, তাহলে তাদের মধ্যে (পূর্বেই) ফায়সালা করে দেয়া হত। আগেকার লোকদের পরে যারা (তাওরাত ও ইঞ্জিল এ দু') কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে। (সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ১৪)

আমলের প্রতিফল

আমলের পূর্ণ প্রতিফল

﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

অনন্তর তাদের কী দশা ঘটবে, যখন আমি তাদেরকে সেই দিনে একত্রিত করব, যে দিনটি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তার অর্জিত প্রতিফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে আর তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না। (সূরাহ আল-ইমরান, ৩ : ২৫)

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে তিনি পুরোপুরি সাওয়াব দান করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালিমদেরকে ভালবাসেন না। (সূরাহ আল-ইমরান, ৩ : ৫৭)

﴿وَأَنَّ كُلَّ لَئِنَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

এতে সন্দেহ নেই যে, তোমার রব প্রত্যেককেই তাদের আমলের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই পুরোপুরি দান করবেন, তারা যা করে সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

(সূরাহ হূদ, ১১ : ১১১)

আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না, আর কোন পুণ্য কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট হতেও বিরাট পুরস্কার দান করেন। (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৪০)

﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَبِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু'বার দেয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দের প্রতিহত করে আর আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সূরাহ আল-ক্বাসাস, ২৮ : ৫৪)

যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُبَدَّلُونَ﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, সৌভাগ্য তাদেরই, উত্তম পরিণাম তাদের জন্যই।

(সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ২৯)

আমলের সাক্ষী

কর্ণ, চক্ষু, ত্বক সাক্ষ্য দিবে

﴿حَقَّقَىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَقَالُوا لِمَ لَاحُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌছবে, তখন তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের কান, তাদের চোখ আর তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের চামড়াকে বলবে- আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা উত্তর দিবে- আল্লাহ্

আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব কিছুকেই (আজ) কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। তিনিই প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরাহ হা-মীম, ৪১ : ২০-২১)

আমলকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান, তাদের হাত ও তাদের পা।

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা- তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে। (সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ২৪)

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

আজ আমি তাদের মুখ সীল করে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের পা-গুলো সাক্ষ্য দেবে। (সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬ : ৬৫)

সৎকর্মসমূহ মন্দকর্মসমূহকে মুছে ফেলে

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

আর যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলোকে মুছে দেব, আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই প্রতিদান দেব তাদের উৎকৃষ্ট কাজগুলোর অনুপাতে যা তারা করত। (সূরাহ আল-‘আনকাবূত, ২৯ : ৭)

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে দূর করে দেয়। (সূরাহ হূদ, ১১ : ১১৪)

মন্দকর্মকারীদের রেহাই নেই

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن نَّبْسِطُوا لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরাহ আল-‘আনকাবূত, ২৯ : ৪)

কর্মফল বাতিল হয় যেসব কারণে

(১) শিরক অর্থাৎ আল্লাহর স্থলে/সাথে কাউকে যুক্ত করলে

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত। (সূরাহ আল-আন‘আম, ৬ : ৮৮)

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

কিছু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহর) শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ৬৫)

• বিদ'আত অর্থাৎ নবী (ﷺ)-এর স্থলে/সাথে অন্যের আমলকে গুরুত্ব দিলে
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

বল, 'আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের আমলগুলোর ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?' তারা হল সে সব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।

(সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ১০৪)

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে তা মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত (গ্রহণযোগ্য হবে না)। (বুখারী)

(৩) ঈমান (তাওহীদ) অস্বীকার করলে

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

কেউ ঈমান অস্বীকার করলে, তার আমল নিষ্ফল হবে। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫)

(৪) কুরআনকে অবজ্ঞা করলে

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصْلًا أَعْمَالُهُمْ﴾ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبِطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুর্ভোগ আর তিনি তাদের কর্মকে বিনষ্ট করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্মগুলোকে ব্যর্থ করে দিবেন। (সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৮-৯)

(৫) আল্লাহ'র বিরাগ ভাজন হলে (আল্লাহ'র ক্রোধসৃষ্টিকারী বিষয়ের অনুসারী এবং তার সন্তুষ্টিকে অপছন্দকারী)

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَخْبِطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

এর কারণ এই যে, তারা তারই অনুসরণ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আর তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করে, ফলে তিনি তাদের সমস্ত আমল নষ্ট করে দেন। (সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৮)

(৬) কুরআন প্রত্যাখ্যানকারী (আয়াত অস্বীকারকারী), নবীদের হত্যাকারী এবং ন্যায়ের আদেশ দানকারী ব্যক্তিদের হত্যাকারীর আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বাতিল

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾

অবশ্যই যারা আল্লাহ'র আয়াতসমূহকে অমান্য করে, এবং নবীদেরকে অন্যায়াভাবে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও। এসব লোক, তাদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরাহ আল-ইমরান, ৩ : ২১-২২)

সুতরাং আসুন কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে জীবন সুন্দর ও সফল করি। আমীন!

ওয়ালা আলহামদুলিল্লাহি আউওয়ালা ওয়াআখিরা ওয়াসব্বাহু 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা
আলিহী ওয়াসাল্লাম।

লেখকের অন্যান্য বই

(১) আল-কুরআনের দু'আ ও আমল- Dua and Amal from Al-Quran.

আরবী, বাংলা ও ইংরেজীতে সূত্রসহ সংকলিত। এতে দেড় শতাধিক দু'আ এবং শতাধিক আমলের উল্লেখ রয়েছে। বইটিতে যেহেতু কুরআনের প্রমাণিত দু'আসমূহ রয়েছে তাই প্রত্যেকের সংগ্রহ করা জরুরী।

মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা)

(২) ভয়-ভীতিহীন জীবন- Tension free life

চলমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিশ্ব মানব জীবন আজ হতাশা গ্রস্ত একই সঙ্গে ভয়-ভীতিহীন, সুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ার ঐকান্তিক আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু প্রবৃত্তি, অনুমান, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, ভয়-ভীতিহীন জীবনের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। এ বইটিতে প্রবৃত্তি, অনুমান এবং এর ফলে মানব জীবনে যে লাঞ্ছনা দেখা দেয় সে ব্যাপারে পুস্তিকাটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

মূল্য : ৪০/- (চল্লিশ টাকা)